বেদ

'বেদ' শব্দটি বিদ্ (জ্ঞানার্থক) ধাতু থেকে সম্পন্ন হয়েছে | বিদ্ + ঘঞ্ = বেদ | বেদ শব্দটির অর্থ পরমজ্ঞান | প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান জন্মায় তা পার্থিব জ্ঞান | চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের যে জ্ঞান হয় তা ইন্দ্রিয়জ্ঞান | এই সকল প্রমাণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের অতীন্দ্রিয়ে জ্ঞান দান করতে পারে না | নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মানবের বাক্যমন যে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না , সেই অতীন্দ্রিয় পরমজ্ঞান আমরা বেদ থেকে লাভ করি | যাজ্ঞবল্ক্য মতে -

" প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে ।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা ॥"

অর্থাত, প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করায় কোনো ও উপায় নেই, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান 'বেদ' হতে লাভ করা যায় | সেই জন্য এই ধর্মগ্রন্থকে বেদ বলে | বেদ ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাতিপদিক অপৌরষেয় শ্রুতি প্রবচন | বৈদিক আচার্যগণ বলেন ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায় - "" | বর্ণাশ্রম ধর্ম বেদমূলক | মনু বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলেছেন - "" (মনুসংহিতা 2/6) | ধর্মশাস্ত্রকার গৌতমও একই অর্থে বলেছেন - "" | ধর্ম ও তত্সংশ্লিষ্ট কর্ম, কর্মফল যজ্ঞ, যজ্ঞফল স্বর্গ, পরলোক তত্ত্ব, অদৃষ্ট ইত্যাদি ধর্মগত যাবতীয় জ্ঞান ও ব্রহ্ম, মোক্ষ ইত্যাদি জ্ঞান একমাত্র বেদ থেকে লাভ করা যায় |

বেদ শব্দের কয়েকটি প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে | যথা শ্রুতি, ত্রয়ীবিদ্যা বা ত্রয়ী, আগম, ছন্দস ইত্যাদি | অনাদিকাল হতে "বেদ" গুরুশিষ্য পরম্পরা সম্প্রদায়ক্রমে শ্রবণবিধৃত ও

স্মৃতিসঞ্চিত হয়ে আসছিল, বহুকাল পরে তা লিপিবদ্ধ হয়। এইরূপে শিষ্য পরম্পরা পরমজ্ঞানের আকর বেদ শ্রুতিতে রক্ষিত হয় বলে এর আরেক নাম শ্রুতি। ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে "শ্রুতি' সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। শরঙ্করাচার্য প্রভৃতি বেদান্তচার্যগণ সাধারণত শ্রুতি সংজ্ঞায় বেদের উল্লেখ করেছেন। পাণিনি বৈদিক সংস্কৃতকে ও বেদকে ছন্দস সংজ্ঞা দ্বারা এবং লৌকিক সংস্কৃতকে ভাষা সংজ্ঞা দ্বারা লক্ষিত করেছেন। দশটি মণ্ডল ঋকসংহিতায় আছে, তাই নিরুক্তকার ঋকবেদ কে স্থানে স্থানে " দশতয়ী" বলেছেন।